JUN. 25 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আড়াই শ' কোটি টাকার ফরম ছাপার আন্তর্জাতিক টেন্ডার নিয়ে দুর্নীতির আশঙ্কা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রায় আড়াই শ' কোটি টাকার ওএমআর ফরম ছাপার জন্য আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহ্বান নিয়ে দুর্নীতির আশঙ্কা করছেন দরদাতাসহ সংশ্লিষ্টরা। প্রায় একযুগ ধরে নানা কৌশলে কাজ পেয়ে আসা একটি প্রতিষ্ঠানকে এবারও এই বিরাট কাজ দেবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধর এক ভারতীয় ব্যবসায়ী বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে কম্পিউটার সেন্টার চালু হবার পর থেকে একতরফাভাবে এই কাজটি পেয়ে আসছেন। এই ব্যক্তিকে এবারও কাজটি দেবার জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিভিন্ন শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে দরদাতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছে।

তবে এই প্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্তা বলেছেন, বাংলাদেশে এ ধরনের কাজের জন্য তারাই একমাত্র যোগ্য বিধায় সবসময় কাজ পেয়ে আসছে। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ দরদাতাদের কয়েকজন বলেছেন, বিপুল অঙ্কের আন্ডারডিলিংয়ের মাধ্যমে সব সময় প্রতিষ্ঠানটি এই কাজ বাগিয়ে নেয়।

জানা যায়, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি, এইচএসসি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষাসহ কয়েকটি পরীক্ষার জন্য আগামী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি ২২ লাখ অপটিকাল মার্ক রিডার (ওএমআর) ফরমের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব ফরম সরবরাহে গত ৯ জুন

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (১২-এর পাতার পর)

আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক দরপত্রের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪৫ দিন সময় দেবার নিয়ম থাকলেও মাত্র ১৬ দিনের ব্যবধানে গতকাল সোমবার টেন্ডার দাখিলের শেষ দিন নির্ধারিত ছিল আন্তর্জাতিক দরপত্রের নিয়মে বলা আছে যে, ইসরাইল ছাড়া বিশ্বের সকল দেশ এই টেন্ডারে অংশ নিতে পারবে এবং বাংলাদেশস্থ সকল দূতাবাস ও হাইকমিশনে দরপত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছে তাতে কেবল